জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ চেয়ারম্যান- ৫৫০১৩৭১২, সার্বক্ষণিক সদস্য- ৫৫০১৩৭১৪, সচিব- ৫৫০১৩৭১৬
ওয়েব সাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নং- এনএইচআরসিবি/সুয়োমোটো/১৪/১৯- ৭২৮-৫ তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ **তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত।**

সূত্রঃ এনএইচআরসিবি/অভি:তদ:/২৬৮/১৫-৭২৮২, তারিখঃ ০৯/০১/২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্বসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: (০২) ফর্দ।

১০/১/২০১৯

(আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
(জেলা ও দায়রা জজ)
ও
(তথ্যানুসন্ধান কমিটির আহ্বায়ক)

মাননীয় চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনঃ

পটভূমি: বিগত ০৭/০১/২০১৯ ইং তারিখ ডেমরার দুই শিশু ফারিয়া আক্তার দোলা ও নুসরাত জাহানকে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও মিডিয়ায় এই জোড়া হত্যাকান্ড অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচার হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ০৮/০১/২০১৯ ইং তারিখেই কমিশনে উপস্থিত সদস্যগণ ও কর্মকর্তা গণকে নিয়ে এই হত্যাকান্ডের বিষয়ে জরুরী বৈঠক করেন। বৈঠকে বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

অভিযোগ গ্রহণঃ

০৮/০১/২০১৯ ইং তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের চেম্বারে জরুরী বৈঠক শেষে মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ফারিয়া আক্তার দোলা ও নুসরাত জাহান হত্যার সংবাদটিকে স্বপ্রনোদিত (সুয়োমোটো) হয়ে অভিযোগ আকারে গ্রহণ করেণ। ঐ তারিখেই তিনি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়ে তদন্ত কমিটি যেন তদন্ত কার্য সমাপ্ত হওয়ার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করে সে বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন।

তদন্ত কমিটি গঠনঃ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের নির্দেশ অনুসারে কমিশনের সচিব মহোদয় বিগত ০৯/০১/২০১৯ ইং তারিখের এনএইচআরসিবি/অভি:তদ:/২৬৮/১৫-৭২৮২; নং স্মারক মূলে তদন্ত কমিটি গঠন পূর্বক ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়ে চিঠি ইস্যু করেন।

তদন্ত কমিটির সদস্য নিম্নরূপঃ

(ক) আল মাহমুদ ফায়জুল কবির, পরিচালক, (অভিযোগ ও তদন্ত)
(জেলা ও দায়রা জজ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ..... আহবায়ক
(খ) এম রবিউল ইসলাম, উপ-পরিচালক,
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ..... সদস্য
(গ) সুস্মিতা পাইক, উপ-পরিচালক,
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ..... সদস্য সচিব

তদন্তকালে বিবেচ্য বিষয়ঃ

ফারিয়া আক্তার দোলা ও নুসরাত জাহানকে কে কিভাবে কেন হত্যা করে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জবানবন্দী গ্রহণ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ, আশে-পাশের ব্যক্তিদের বক্তব্য শ্রবন ও হত্যা সংক্রান্তে প্রতিবেদন দাখিল।

জবানবন্দী গ্রহণ ও কাগজপত্র সংগ্রহঃ

তদন্ত কালে তদন্ত কমিটি একই ফ্লাটে বসবাসকারী ৩টি পরিবারের মধ্যে আসামী মোস্তফা ব্যতীত অপর দুটি পরিবারের গৃহবধু (১) আছমা আক্তার ও রানী খাতুন, আসামী মোস্তফার বাসার মালিক মো: আবুল হোসেন (৪) মৃত ফারিয়া আক্তার দোলার পিতা মো: ফরিদুল আলম (৫) মৃত নুসরাত জাহানের বাবা মো: পলাশ (৬) নুসরাতের

20/1/2019

বাবার বন্ধু মো: মাসুদ (৭) সংশ্লিষ্ট মাতুয়াইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাশেদ আলী (৮) সংশ্লিষ্ট ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আব্দুল হক স্বপন (৯) যারা প্রথম ফারিয়া আক্তার দোলা ও নুসরাত জাহানের লাশ দেখতে পান তাদের মধ্যে অন্যতম মো: রাফি (১০) স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান মাসুদুর রহমান (১১) ময়না তদন্তকারী ডাক্তার নওশাদের জবানবন্দী গ্রহণ করি।

তদন্তকালে, মামলার এজাহার, এফ, আই, আর. ফরম, সুরতহাল প্রতিবেদন, মূল আসামী গোলাম মোস্তফার ফৌ:কা: বিধির ১৬৪ ধারা মতে প্রদত্ত জবানবন্দী, উক্ত আসামীর স্ত্রী আঁখি খানম ও শ্যালক মো: নূর হোসেনের সাক্ষী হিসাবে ফৌ:কা: বিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দীর ফটোকপি সংগ্রহ করা হয়। ময়না তদন্ত প্রতিবেদন ও প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট প্রস্তুত না হওয়ায় এগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলের আশেপাশের উপস্থিত লোকজনকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও সংগৃহীত কাগজপত্র বিশ্লেষণঃ

তদন্তকালে তদন্ত কমিটির গৃহীত ১১ জন সাক্ষীর জবানবন্দী, মূল আসামী গোলাম মোস্তফার ফৌ:কা: বিধির ১৬৪ ধারা মতে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী, আসামী গোলাম মোস্তফার স্ত্রী আঁখি খানম ও শ্যালক মো: নূর হোসেনের বিজ্ঞ ম্যাজষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দী, এজাহার, সুরতহাল প্রতিবেদন একত্রে বিশ্লেষণে তদন্ত কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আসামী গোলাম মোস্তফা তার স্ত্রী আঁখি খানম সহ জনৈক আবুল হোসেনের ইউনিটের ৫তলা দালানের এক তলার অনুমান ৪০০ স্কয়ার ফিটের একটি ফ্লাটের ১টি কক্ষে ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাস করতেন। ঐ ফ্লাটের অপর দুই কক্ষের ১টিতে আছমা আক্তার ও তার স্বামী-সন্তান ও অপর কক্ষে রানী খাতুন ও তার স্বামী বসবাস করতেন। আসামী গোলাম মোস্তফার স্ত্রী আঁখি খানম গার্মেন্টসে চাকরি করেণ। এই আসামী ইয়াবা সেবন করে। অপর আসামী আজিজুল বাওয়ানীও ইয়াবা সেবন করে এবং সে আসামী গোলাম মোস্তফার খালাত ভাই।

অপরদিকে, মৃত ফারিয়া আক্তার দোলা তার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। ঘটনার দিন তার ৫ বৎসর পূর্ণ হতে মাত্র দুই দিন বাকি ছিল। তার পিতার নাম ফরিদুল ইসলাম। সে স্কুলে যেত এবং তার বাসা আসামী গোলাম মোস্তফার বাসার অতি নিকটে। অন্যদিকে,মৃত নুসরাত জাহানের বয়স ৪ বছর ৬মাস। ঘটনার দিন সে সর্ব প্রথম স্কুলে যায়। সেও তার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তার পিতার নাম পলাশ হাওলাদার।

ঘটনার দিন অর্থাৎ ০৭/০১/২০১৯ ইং তারিখ আসামী গোলাম মোস্তফা তার স্ত্রী আঁখি খানম কর্ম উপলক্ষে গার্মেন্টসে চলে গেলে গোলাম মোস্তফা তার খালাত ভাই আজিজুল বাওয়ানীকে মোবাইল ফোনে নিজের বাসায় ডেকে আনে। দু'জনে একত্রে ইয়াবা সেনব করে যৌন উত্তেজিত হয় এবং কোথায় নারী পাওয়া যায় সে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কথপোকথন করতে থাকে। দুপুর ২:১৫ মিনিটের দিকে আসামী গোলাম মোস্তফা তার কক্ষ থেকে বাইরে বের হয় এবং তার দৃষ্টি পড়ে রাস্তায় খেলারত ফারিয়া আক্তার দোলা ও নুসরাত জাহানের উপর। আসামী তাদেরকে লিপিষ্টিক দিয়ে সাজানোর কথা বলে নিজের কক্ষে আনে। পরবর্তীতে আসামী গোলাম মোস্তফা ও আজিজুল বাওয়ানী তাদের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য শিশু দু'টোকে লিপিষ্টিক দিয়ে সাজিয়ে আক্রমণ করে। শিশু দু'টো চিৎকার শুরু করলে তারা সাউন্ড বক্সের ভলিয়ম বাড়িয়ে দিয়ে গান বাজায়, শিশুদ্বয়ের চিৎকার থামানোর জন্য আসামী আজিজুল বাওয়ানী শিশু নুসরাত জাহানের গলায় গামছা পেচিয়ে ধরে এবং আসামী গোলাম মোস্তফা শিশু ফারিয়া আক্তার দোলার মুখ ও গলা চিপে ধরে। এভাবে আসামী গোলাম মোস্তফা শিশু ফারিয়া আক্তার দোলাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং আসামী আজিজুল বাওয়ানী নুসরাত জাহানকে গলায় গামছা পেচিয়ে শ্বাসরোধ করে

20/1/2022

হত্যা করে। হত্যার পর আসামীদ্বয় লাশ দু'টো গুম করার পরিকল্পনা করতে থাকে। এক পর্যায়ে আসামী আজিজুল বাওয়ানী ঘর থেকে বের হয়ে পালিয়ে যায়। ঘরে তখন আসামী গোলাম মোস্তফা ও শিশু দু'টোর লাশ থাকে। পরবর্তীতে গোলাম মোস্তফা লাশ দু'টো স্টিলের খাটের নীচে লুকিয়ে রাখে। গোলাম মোস্তফার স্ত্রী আঁখি খানম রাত ৮/৮:৩০ মিনিটের দিকে বাসায় ফিরে লাশ দু'টো আবিষ্কার করে এবং তার খালাত ভাই মো: নূর হোসেনকে খবর দেয়। নূর হোসেন ও আঁখি খানম লাশ দু'টো সহ আসামী গোলাম মোস্তফাকে কক্ষে রেখে বাহির থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। নূর হোসেন ও আঁখি খানম যখন এলাকার সবাইকে ঘটনা জানাতে যায় তখন আসামী গোলাম মোস্তফা বাইরের কারো সহযোগীতায় তার কক্ষের বাইরে থেকে লাগানো ছিটকিনি খুলে কক্ষ থেকে বের হয় এবং পুনরায় বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে পালিয়ে যায়। মৃত শিশুদের পিতা সহ এলাকাবাসীরা গোলাম মোস্তফার কক্ষের বাহির থেকে লাগানো ছিটকিনি খুলে কক্ষের ভিতর শুধুমাত্র দুই শিশুর লাশ পায় এবং গোলাম মোস্তফাকে পায় নি।

মতামতঃ

আসামী গোলাম মোস্তফা শিশু ফারিয়া আক্তার দোলার সাথে যৌন মিলন করতে ব্যর্থ হয়ে তাকে গলা টিপে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে এবং আসামী আজিজুল বাওয়ানী শিশু নুসরাত জাহানের সাথে যৌন সম্ভোগ করতে ব্যর্থ হয়ে তার গলায় গামছা পেচিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়।

সুপারিশঃ

১। ধৃত আসামীদের বিরুদ্ধে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অভিযোগপত্র দাখিলক্রমে মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার কার্য অতি দ্রুত সম্পন্ন করা।
২। সমাজ থেকে মাদক নির্মুলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩। শিশুদের অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(সুস্মিতা পাইক)
উপ-পরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
সদস্য
তথ্যানুসন্ধান কমিটি

(এম রবিউল ইসলাম)
উপ-পরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
সদস্য
তথ্যানুসন্ধান কমিটি

(আল মাহমুদ ফায়জুল কবির)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
জেলা ও দায়রা জজ
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
আহবায়ক
তথ্যানুসন্ধান কমিটি